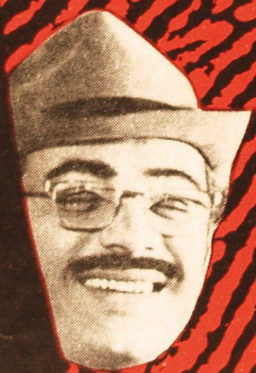

চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানা

চিত্রনাট্য, সংগীত ও
পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রযোজিত
ষ্টার প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন

কাহিনী
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র
সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা
দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা
বংশী চন্দ্রগুপ্ত
শব্দগ্রহণ
নৃপেন পাল
অতুল চট্টোপাধ্যায়
সুজিত সরকার
ব্যবস্থাপনা
অনিল চৌধুরী
মুকুল চৌধুরী
রণজিৎ সেনগুপ্ত (অ্যা)
রূপসজ্জা
অনন্ত দাশ
সংগীতানুলেখন ও
শব্দপুনর্যোজন
শ্যামসুন্দর ঘোষ
রসায়নাগারিকবৃন্দ
অবনী রায়
তারাপদ চৌধুরী
মোহন চ্যাটার্জী
অবনী মজুমদার
পরিস্ফুটন
ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ
তত্ত্বাবধান
আর. বি. মেহতা
ষ্টুডিও তত্ত্বাবধায়ক
ধীরেন দাস
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ
নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও
দি ষ্টুডিও কো-অপারেটিভ্
ক্যামেরা
অ্যারিফ্লেক্স্
মিচেল
শব্দযন্ত্র
ওয়েষ্ট্রেক্স
উহের
প্রাঙ্গন সজ্জা
এডুওয়ার্ড নার্সারি
দৃশ্যপট
কবি দাশগুপ্ত
স্থিরচিত্র
টেকনিকা
প্রচারশিল্পী
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
প্রচার সচিব
শৈলেশ মখোপাধ্যায়

সহকারী

পরিচালনা
রমেশ সেন
অমিয় সান্যাল
সুব্রত লাহিড়ী
সম্পাদনা
সমরেশ বোস
আলোকচিত্র
পূর্ণেন্দু বোস
প্রজ্ঞান মিত্র
দুর্গা রাহা
নূরআলি মণ্ডল
ব্যবস্থাপনা
সুবীর ঘোষ
দুলাল দাশ
শিল্প নির্দেশনা
সুরথ দাস
রূপসজ্জা
বিজয় নন্দন
বিশ্বনাথ দাশ
শব্দগ্রহণ
রথীন ঘোষ
ভোলানাথ সরকার
অনিল নন্দন
জ্যোতি চ্যাটার্জী
এডেল মুলান
জুগারাম
আলোক সম্পাত
সতীশ হালদার
ব্রজেন দাশ
কেষ্ট দাশ
দুঃখীরাম নস্কর
অনিল পাল
মঙ্গল সিং
জগন ভগত
বেলু ধর

পরিবেশনা
বলাকা পিকচার্স

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতী বিজয়া রায়
শ্রীমতী দীপালি রায়
শ্রীমতী কালিন্দী সেন
শ্রীমতী দুর্গারাণী মিত্র
শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক
(ধুর্জটিধাম)
শ্রীফুলচাঁদ সেন
শ্রী রিংধেন্দু বিশ্বাস
মিঃ বেরী যোগী
শ্রীমান সন্দীপ রায়
ডাঃ রণেশ চক্রবর্তী
শ্রীকমল চৌধুরী
শ্রীমুকুন্দ পোদ্দার
শ্রীডালিম গুহ
শ্রীঅনিল কুমার দে
মেঃ এস. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
মুরামেন সিন্ডিকেট
পি. সি. বোস এণ্ড সন্স
ফ্লাওয়ার এম্পোঃ
হসপিটাল অ্যাপ্লায়েন্সেস্
লোটাস সিনেমার কর্তৃপক্ষ
বামুনগাছির অধিবাসীবৃন্দ
দি আরমারি
জোড়াসাঁকো রাজবাড়ী
শান্তিনিকেতন বোর্ডিং হাউস

রূপায়ণে

সত্যান্বেষী
ব্যোমকেশের
ভূমিকায়
উত্তমকুমার

অন্যান্য চরিত্রে
কনিকা মজুমদার
গীতালী রায়
সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
সুবীরা রায়
কলিন মেণ্ডিজ
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শৈলেন মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
জহর গাংগুলী
শ্যামল ঘোষাল
বঙ্কিম ঘোষ
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
নীলোৎপল দে
কালিপদ চক্রবর্তী (অ্যা)
চিন্ময় রায়
শৈলেন গাংগুলী
অশোক মিত্র
বিনয় দত্ত
দেবী নিয়োগী
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
রমেন গুপ্ত (অ্যা)
দেবাশীষ প্রামানিক (অ্যা)
অলক মিত্র (অ্যা)
তুষারকান্তি মুখার্জী (অ্যা)
রাধানাথ নায়ক
হরিপদ
শেখর চট্টোপাধ্যায়
(অতিথি শিল্পী)
রূপক মজুমদার
(অতিথি শিল্পী)

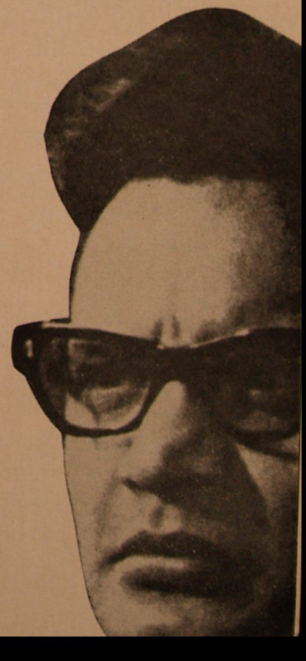

কাহিনী

নিশানাথ সেন,— অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ। সৃষ্টির আনন্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন গোলাপ কলোনী যেখানে শুধু ফল-ফুলই নয়, ডেয়ারী ফার্মেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

গোলাপ কলোনী,— নামটা যেন একটু স্বতন্ত্র, তেমনি স্বতন্ত্র এখানকার মানুষেরা যারা এখানে আশ্রয়লাভ করেছে। মৌলিক প্রয়োজনের স্বাভাবিক জীবন থেকে বিধাতা ওদের বঞ্চিত করেছেন,— তার জন্য হয়তো ওরাই দায়ী। তবুও নিশানাথের উদারতায় এদের জীবন বিচিত্র সজীবতায় ভরে উঠেছে।

কৌতূহল হয়,—ওদের জানতে ইচ্ছা করে। ডাঃ ভুজঙ্গধর দাস,— ইবি এসেছেন গোলাপ কলোনীতে কোনও এক অবৈধ চিকিৎসার অপরাধে ডাক্তারীর লাইসেন্স খুইয়ে। নেপাল গুপ্ত, রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক — বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত। ব্রজদাস, জেলে গিয়েছিলো দণ্ডাদেশ ভুগতে কিন্তু যখন সে ফিরে আসে — বিরাট তার পরিবর্তন হয়েছে — এখন সে পরম বৈষ্ণব। রসিকলাল,— কারখানার দুর্ঘটনায় তার একখানি হাত কাটা গেছে। যুবক পানুগোপাল — ঈশ্বরের বিচারে সে দণ্ডিত। দৈহিক অপূর্ণতা তাকে অসহায় ক'রে রেখেছে,— সে মূক। মুস্কিল মিঞা,— গোলাপ কলোনীর কোচওয়ান। বেপরোয়া মটর চালানোর অপরাধে তার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এরপর আছে গোলাপ কলোনীর মহিলামহল। মুস্কিল মিঞার চঞ্চলা স্ত্রী নজর বিবি,— সব সময়েই ঘোমটার আড়ালে তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চারিদিকে যেন কিসের সন্ধান করে। বনলক্ষ্মী,— সুন্দরী যুবতী। অবস্থার দুর্বিপাকে তার অতীত জীবন কলঙ্কিত। মুকুল,— নেপাল গুপ্তর অনূঢ়া কন্যা। এরা ছাড়া আরও দুজন রয়েছেন,— তারা নিশানাথের আপনজন। তরুণী রূপসী স্ত্রী দময়ন্তী আর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়।

এক বর্ষণমুখর প্রভাতে নিশানাথ এলেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাছে। কিছুটা যেন চিন্তিত,— উদভ্রান্ত। কয়েকটি অদ্ভুত সমস্যার রহস্য উন্মোচন করতে নিশানাথ তাঁকে অনুরোধ জানালেন। রাত্রির অন্ধকারে তাঁর শয়নকক্ষে কে বা কারা যেন মোটরের বিক্ষিপ্ত অংশ নিক্ষেপ করে। শুধু একদিনই নয়,— রাতের পর রাত চলে এই বিচিত্র ঘটনা। নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবেই নিশানাথ প্রশ্ন করেছিলেন,—'Black Mail কথার অর্থ কী?' তাছাড়া নিশানাথের আশঙ্কা,— চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না দেবী ছদ্মবেশে গোলাপ কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছে।

—ব্যোমকেশ অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অভিযান শুরু করবার পূর্বে চিত্রজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রমেন মল্লিকের সাহায্য চায়। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে সুনয়নার বিচিত্র ইতিহাস। শহরের প্রখ্যাত জহরৎ ব্যবসায়ী মুরারী দত্ত একদিন আত্মাহুতি দিয়েছিলো এই অভিনেত্রীর বিলোল কটাক্ষের কাছে। আর সেদিন থেকেই সুনয়না নিরুদ্দিষ্টা। বহু চেষ্টা করেও পুলিশ তার সন্ধান পায়নি।

—জাপানী কুমিবিদের ছদ্মবেশে ব্যোমকেশ গোলাপ কলোনীতে পদার্পন করে। সূত্রের সন্ধানে সে তৎপর হয়। কিন্তু কি অদ্ভুত রহস্য? চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হয় ব্যোমকেশ।

· · · কিন্তু আরও আঘাত যেন নেপথ্যে অপেক্ষা করছিলো। সেদিন সন্ধ্যায় নিশানাথ যখন ব্যোমকেশের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন—অজ্ঞাত আততায়ীর করাল হস্ত উন্মত্ত তাণ্ডবে উদ্যত হোল। নিশানাথ নিহত হলেন। গোলাপ কলোনীর হৃদযন্ত্র বুঝি থেমে গেল। ব্যোমকেশ

হতবাক্—বিস্ময়ে বিমূঢ়। রহস্য সন্ধানীর দৃষ্টিতে বিরাট চক্রান্তের ছায়া দেখা দেয়। কে যেন নিশানাথ-পত্নী দময়ন্তীকে 'Black Mail' করছে। ···রাত্রের অন্ধকারে চলে বিচিত্র লীলা। রহস্যের জট যেন আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

···তদন্ত চলে। কিন্তু আবার খুন! আবার গোলাপ কলোনীর মাটি লাল হ'য়ে ওঠে! দ্বিতীয় খুনের পর কলোনীর অবস্থা চরমে পৌঁছে যায়। নানাভাবে চলে ব্যোমকেশের রহস্য-সন্ধান। নিশানাথের অতীত জীবনও যেন রহস্যের ঘন কুয়াসায় আবৃত।

ধীরে ধীরে এগোয় ব্যোমকেশ। সূত্রের অনুসন্ধান তাকে নিয়ে আসে কলকাতার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ায়। কিছু যেন খুঁজে পেয়েছে সে। রহস্যের আবরণ বুঝি তরল হয়ে আসে।

—যবনিকা নামে গোলাপ কলোনীতে—যেখানে ব্যোমকেশ রহস্যের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করে।

গান

ভালোবাসার তুমি কী জান?
পায়ের উপর পা-টি তুলে
হিসাবের খাতা খুলে
বসে রও আপন ভুলে
যত বলি চের হয়েছে, মানা না মান।
ভালোবাসার তুমি কী জান?
ওগো মশাই, ভালোবাসার তুমি কী জান?
দেখনি কি ফুল বাগানে
গোলাপের কানে কানে
অলি কয় কথা গানে
শোননি কি?
শোননি বকুল শাখে
কুহু কুহু পিয়া ডাকে?
বলো সে খোঁজে কাকে,
কেন তার হোল আজি উতলা প্রাণ।

CHIRIYAKHANA

Synopsis of the Story :

Nishanath Sen, a retired Sessions-Judge, owns a nursery-cum-dairy farm which he calls Golap Colony. Here he has given refuge to a number of people who are, for various reasons unable to earn a livelihood in the normal way.

These inmates are : Dr. Bhujanga Das, who had lost his licence for practising illegal abortion : Nepal Gupta, Ex-Professor of Chemistry, who had been involved in the manufacture of explosives ; Broiodas, exconvict turned Vaishnab ; Rasiklal, who had lost an arm in a factory accident ; deaf-mute Panugopal ; ex-motor car driver Mushkil Mia who had served a sentence for rash driving ; Mushkil's young wife Nazar Bibi ; Banalakshmi, a village girl who had been forced by circumstances to take to street-walking ; Mukul, Nepal's unmarried daughter. Besides these, there are two others—Damayanti—Nishanath's wife, who appears to be half her husband's age, and Nishanath's young nephew Bijoy.

One rainy morning. Nishanath comes to the private detective Byomkesh Bakshi and asks him to find out whether ex-film actress Sunayana is hiding in the colony under a false identity. Some seven years ago, Sunayana's name had been linked with the murder of a jeweller. The Police had issued a Warrant in Sunayana's name, but she had mysteriously disappeared.

Byomkesh undertakes to investigate and takes the help of Ramen Mullick, wealthy man-of-the-world with an intimate knowledge of the film business.

Byomkesh begins by taking a look at the colony and its inmates in the disguise of a Japanese horticulturist. On the same evening, Nishanath is murdered at the point of telephoning Byomkesh to inform him of some important developments.

Investigation reveals the presence of a blackmailer who had been extorting money out of Damayanti. The question before Byomkesh is : are the murderer and the blackmailer one and the same person, or are the two crimes unrelated ?

A second murder takes place shortly afterwards, and again the venue is the colony.

At this point, interrogation of the suspects reveals some important clues.

Gradually, the identity of the blackmailer is revealed, and so is a great deal about Nishanath's own past.

Some further shrewd deductions, and a daring sortie into the heart of Calcutta's Anglo-Indian neighbourhood on the heels of a suspect finally leads Byomkesh to the solution.

The end comes in the colony itself, where Byomkesh's exposition of the case in the presence of all the suspects results in an unexpected and dramatic climax.

Issued by Publicity Dept., Balaka Pictures.

REPRODUCTION SYNDICATE, CALCUTTA